# 12796 - চামড়ার মোজা বা কাপড়ের মোজার উপর মাসহে করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমার প্রশ্ন পবিত্র অবস্থায় পরিহিত কাপড়ের মোজার ওপর মাসহে করা বিষয়ক হাদিস সম্পর্কে। ইবনে খুজাইমা বলেন, সাফওয়ান বিন আসসাল এর হাদিসে যা উদ্ধৃত হয়েছে সে অনুযায়ী- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে চামড়ার মোজার ওপর মাসহে করার নির্দেশ দিয়েছেন; যদি আমরা পবিত্র অবস্থায় মোজাদ্বয় পরিধান করি; মুসাফিরের জন্য তিনদিন এবং মুকীম এর জন্য একদিন, একরাত।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে- আমি কি ধরে নিতে পারি যে, হাদিসে উল্লেখিত একদিন একরাত বলতে ২৪ ঘণ্টা? সেটা হলে, আমি যে কোন সময় পবিত্র অবস্থায় কাপড়ের মোজা পরিধান করতে পারি এবং ২৪ ঘণ্টার ভিতরে যখনই আমি ওযু করব তখন শুধু মোজার উপর মাসহে করব? উদাহরণতঃ আমি যদি কোনদিন রাত ১১টায় মোজা পরিধান করি পরেরদিন রাত ১১ টা পর্যন্ত ওযুকালীন সময়ে উক্ত মোজার ওপর মাসহে করা আমার জন্য জায়েয?
আমি আরও আশা করব, আপনারা আমাকে অবহিত করবেন যে, মোজার কোন অংশের উপর মাসহে করতে হবে? আমি জানি যে, মোজার নীচের অংশের ওপর মাসহে করা জায়েয নয়। কিন্তু, মোজার পার্শ্বদ্বয়, সামনে ও পিছনের অংশ কি মাসহে করা ফরয? আশা করি আপনারা জবাব দিবেন। কারণ এর ফলে আমার জীবন ধারণ অনেক সহজ হয়ে যাবে। যেহেতু আমার ত্বক অনেক বেশি সংবেদনশীল। এ ক্ষেত্রে অবহেলা করলে আমি অনেক কুমন্ত্রণা ও অসন্তুষ্টির শিকার হই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

চামড়ার মোজা কিংবা কাপড়ের মোজার ওপর মাসহে করার সময়কাল শুরু হয় প্রথমবার ওযু ভাঙ্গার পর প্রথমবার মাসহে করা থেকে। প্রথমবার মোজা পরিধানের সময় থেকে নয়। এ বিষয়টি জানার জন্য 9640 নং প্রশ্নোত্তর দেখা যেতে পারে।

মাসহে করার পদ্ধতি:

দুই হাতের ভেজা আঙ্গুলগুলো দুই পায়ের আঙ্গুলের ওপর রাখবে। এরপর হাত দুইটি পায়ের গোছার দিকে টেনে আনবে। ডান পা ডান হাত দিয়ে মাসহে করবে; বাম পা বাম হাত দিয়ে মাসহে করবে। মাসহে করার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখবে। একাধিকবার মাসহে করবে না।[দেখুন: শাইখ ফাউযানের 'আল-মুলাখ্খাস আল-ফিকহি ১/৪৩]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: অর্থাৎ মোজার যে অংশ মাসহে করা হবে সেটা উপরের অংশ। শুধু পায়ের আঙ্গুলের দিক থেকে

পায়রে গোছার দকিে হাত টনেে আনবে। একত্রে দুই হাত দয়িে দুই পা মাসহে করবে। অর্থাৎ ডান হাত দয়িে ডান পা মাসহে করবে এবং একই সময়ে বাম হাত দয়িে বাম পা মাসহে করবে। যমেনটি দুই কান মাসহে করার ক্ষত্রেওে করা হয়। কনেনা সুন্নাহ থকেে বাহ্যকিভাবে এটাই জানা যায়। দললি হল মুগরিা বনি শুবা (রাঃ) এর উক্তি: "তনিি দুই পায়রে ওপর মাসহে করছেনে"।তনিি এ কথা বলনেনি যে, ডান পা দয়িে শুরু করছেনে। বরং বলছেনে: "দুই পায়রে ওপর মাসহে করছেনে"। এ কারণে সুন্নাহ থকেে বাহ্যকিভাবে এটাই জানা যায়। হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে, তার এক হাত কাজ করে না সক্ষেত্রে সে বাম পায়রে আগে ডান পা মাসহে করে তাহলে ঠকি আছে। অনকে মানুষ দুই হাত দয়িে ডান পা মাসহে করে এবং দুই হাত দয়িে বাম পা মাসহে কর— এর কোন ভত্তিি নইে। তবে ব্যক্তি মোজার উপররে অংশ যভোবইে মাসহে করুক না কনে সটো জায়যে হবে। আমরা এখানে যটো আলোচনা করছে িসটো হচ্ছে উত্তম পদ্ধতি কোনটি সে সম্পর্কে।[সমাপ্ত]

[দখেুন: ফাতাওয়াল মারআ আল-মুসলমি ১/২৫০]

মোজার দুই পার্শ্ব কংিবা পছেনরে অংশ মাসহে করবে না। যহেতেু এ বষিয়ে কোন দললি নইে। শাইখ উছাইমীন বলনে: "কউে হয়ত বলতে পারে যে, বাহ্যকি দৃষ্টতিে মোজার ওপররে অংশ মাসহে করার চয়েে নীচরে অংশ মাসহে করা অধকি যুক্তযিুক্ত। কারণ নীচরে অংশে মাটি ও ময়লা লাগে। কন্তিু, আমরা চন্তিাভাবনা করে পয়েছে িমোজার ওপররে অংশ মাসহে করা অধকি যুক্তযিুক্ত এবং ববিকে-বুদ্ধসিম্মত। কারণ এ মাসহে দ্বারা পরষ্কিার করা বা নর্মিল করা উদ্দশ্যে নয়। এর দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে একটি ইবাদত পালন করা। যদি আমরা মোজার নীচরে অংশ মাসহে করতাম তাহলে তো মোজা আরও বশেি ময়লা হয়ে যতে। আল্লাহই ভাল জাননে।

[দখেুন 'আল-শারহুল মুমতি ১/২১৩]